International Criminal Investigative
Training Assistance Program
(ICITAP)

Bangladesh Police Women Network
(BPWN)

জেন্ডার রেসপন্সিভ পুলিশিং মডিউল

বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)

International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)

Bangladesh Police Women Network (BPWN)

জেন্ডার রেসপন্সিভ পুলিশিং মডিউল

কৃতজ্ঞতা : **চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন,** বিপিএম (বার), পিপিএম
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)

তত্ত্বাবধান : **ব্যারিস্টার মোঃ হারুন অর রশিদ,** বিপিএম
অতিরিক্ত আইজিপি (এইচআরএম)
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

আমেনা বেগম, বিপিএম
ডিআইজি (প্রটেকশন এন্ড প্রটোকল)
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
ও সভাপতি, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)

সম্পাদনা : **শামীমা বেগম,** বিপিএম, পিপিএম
ডিআইজি (কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স)
স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
ও সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)

ড. তানিয়া হক
প্রফেসর, জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নাসরীন বেগম
ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (BNPS)

শাওন শায়লা, পিপিএম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (রাজনৈতিক উইং), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০২৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)

সহযোগিতায় : USDOJ/ICITAP, U.S. Embassy Dhaka

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ জেন্ডার ও লিঙ্গবিষয়ক (পৃষ্ঠা: ০৬-১৩)
ক. জেন্ডার ও লিঙ্গসম্পর্কিত ধারনা
খ. জেন্ডার শ্রমবিভাজন
গ. জেন্ডার চাহিদা/স্বার্থ
ঘ. জেন্ডার সমতা ও সাম্য
ঙ. বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ
চ. জেন্ডার মূলধারাকরণ
ছ. সিডও

অধ্যায়-২ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক (পৃষ্ঠা: ১৪-২১)
ক. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও এর ধরণ
খ. যৌন হয়রানির ধরণ
গ. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ফলাফল
ঘ. লিঙ্গীয় যৌন সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে সেবা প্রদান
ঙ. মানসিক প্রাথমিক সহযোগিতা-পন্থার মূলনীতি

অধ্যায়-৩ নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম বিষয়ক (পৃষ্ঠা: ২২-২৯)
ক. সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম
খ. সার্ভিস ডেস্ক কর্মকর্তার করণীয়
গ. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীর ক্ষেত্রে করণীয়
ঘ. পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থায় (সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অন্যত্র প্রেরণ)
ঙ. আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় সাধন করা

প্রেক্ষাপট:

জেন্ডার সমতা ও সংবেদনশীলতা ভিত্তিক কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ, যৌন হয়রানিসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা সর্বোপরি নারীর কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার অন্যতম নিয়ামক।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ ধারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল জনগণের সমান অধিকার ভোগের নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে UN Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ অনুসরণ করে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায় এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী এবং কর্মক্ষেত্রে নারী সদস্যদের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৯৫ সালে বেইজিং প্লাটফর্ম ও ২০০০ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশন ১৩২৫ এর বাস্তবায়নকারী। বাংলাদেশ Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্র। SDG এর গোল- ৫ ও ১৬ বাস্তবায়নে 'জেন্ডার রেসপন্সিভ পুলিশিং' এই প্রশিক্ষণ মডিউল কার্যকর হলে পুলিশ সদস্যদের এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য জেন্ডার প্যারিটি ও সচেতনতা আরো সুদৃঢ় হবে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন ৫৯১৬/২০০৮ এর প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে পুলিশ সদর দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত গাইড লাইনস ইউনিটসমূহ অনুসরণ করে থাকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন) ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে নারী পুলিশের দক্ষতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় সকলকে একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্তির মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন ও নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের উন্নয়নেও সংগঠনটি কাজ করছে।

বাংলাদেশ পুলিশের নারী পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি, নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ বজায় রাখা, জেন্ডার সংবেদনশীল পুলিশিং নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাস এর সাথে কার্য সম্পাদন ও উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে এবং স্ট্র্যাটেজিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কনস্টেবল/ এএসআই/ এসআই/ ইন্সপেক্টরদের জন্য ক) জেন্ডার কোর্স, খ) যৌন হয়রানী ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ গ) নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম সংক্রান্তে অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয় এবং বিপিডব্লিউএন বার্ষিক প্রশিক্ষণ সম্মেলন-২০২২ এ প্রথমবারের মত বাংলাদেশ পুলিশ 'জেন্ডার রেসপন্সিভ পুলিশিং' অনলাইন মডিউল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ICITAP এর সহযোগিতায় পুলিশ সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষে বিপিডব্লিউএন এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রিন্ট ভার্সনের মাধ্যমে সহজপাঠ্য হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত সকলকে জেন্ডার সম্পর্কে অধিকতর সংবেদনশীল করার জন্য প্রকাশ করা হয়।

আধুনিক জেন্ডার সমতা ভিত্তিক পুলিশ বাহিনী গঠনে নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী-পুরুষ সদস্যদের সমতা, ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা সুসংহত হবে। জেন্ডার বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী ও পুরুষ সদস্যদের অধিকতর জেন্ডার সংবেদনশীলকরণে এই নির্দেশিকা ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ প্রশিক্ষণ মডিউল জেন্ডার সংবেদনশীল অনলাইন মডিউল এর সার্টিফিকেট টেস্ট অংশগ্রহণে সহায়ক পুস্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

উদ্দেশ্য:

ক. জেন্ডার ও লিঙ্গবিষয়ক সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি

খ. লিঙ্গীয় সহিংসতা ও যৌন হয়রানি বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এ বিষয়ক অভিযোগ এর সংবাদে প্রকৃত সহায়তা ও সেবা প্রদান বিষয়ে দক্ষতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি।

গ. নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীর সহায়তার ক্ষেত্রে করনীয় ও সেবা ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি।

ঘ. যৌন হয়রানিমূলক আচরণ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল সদস্যকে সচেতন করা।

অধ্যায়-১ লিঙ্গ ও জেন্ডার বিষয়ক

- লিঙ্গ হলো প্রাকৃতিক বা জৈবিক বা শারীরিক কিংবা শারীরবৃত্তীয় ভাবে সৃষ্ট/নির্ধারিত নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র সে সব বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়।

- জেন্ডার হলো সামাজিক বা সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের পরিচয়, নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ দ্বারা আরোপিত নারী পুরুষের ভূমিকা-যা পরিবর্তনীয়। সাধারণভাবে লিঙ্গ আর জেন্ডারকে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই দুই এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লিঙ্গ হলো, শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এবং স্বতন্ত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয় হচ্ছে জেন্ডার।

- লিঙ্গ ও জেন্ডার এর মধ্যে পার্থক্য

লিঙ্গ	জেন্ডার
১. শারীরিক গঠন অনুযায়ী নির্ধারিত	১. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে নির্ধারিত
২. প্রাকৃতিক/জৈবিক	২. আরোপিত
৩. সার্বজনীন ও অপরিবর্তনীয়	৩. পরিবর্তনশীল
৪. পূর্ব নির্ধারিত ও সর্বত্র একইরকম	৪. সময় ও সমাজে এর পরিবর্তন ভেদে এর প্রকাশ বহুমুখী
• সেক্স জন্মগত, এটি নারী-পুরুষের প্রজনন অঙ্গ এবং প্রজনন কার্যাবলিকে ভিন্নভাবে নির্দেশ করে।	• জেন্ডার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়। এটি নারী ও পুরুষ এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, আচরণ, ভূমিকা প্রভৃতিকে নির্দেশ করে।

জেন্ডার শ্রমবিভাজন

- জেন্ডার সংজ্ঞা বা পরিচিতির কারণেই সমাজে জেন্ডার শ্রম বিভাজনের উৎপত্তি। জেন্ডার শ্রম বিভাজন নারী পুরুষের কাজ, শ্রমঘন্টা, দায়-দায়িত্ব, ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা নির্দেশ করে। পাশাপাশি এদের মধ্যে শ্রমের গুণগত মান, কাজের দক্ষতা এবং মজুরির ক্ষেত্রে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে। জেন্ডার শ্রম বিভাজন নারীর গৃহের কাজ ও পুরুষের বাইরের কাজের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। যদিও নারী ও পুরুষ দু'জনেই সমাজে, পরিবারে ও রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। কিন্তু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পুরুষের কাজ বেশি মূল্যায়ন পায়। আর নারীর গৃহস্থালীর কাজের শ্রম ঘন্টার কোন স্বীকৃতি দেয়া হয় না। জেন্ডার শ্রম বিভাজন নারীর পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান একটি কারণ।

জেন্ডার ভূমিকা

উৎপাদনমূলক/ আয় উপার্জনমূলক কাজ	যে কাজ থেকে সরাসরি অর্থ উপার্জন করা হয় তাকে উৎপাদনমূলক কাজ বলা হয়। আমাদের সমাজে উৎপাদনমূলক কাজ প্রধানত পুরুষের হলেও নারীরও রয়েছে এতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক। এই উৎপাদনমূলক কাজের ভেতরেও যে কাজটি গৃহমুখী এবং সরাসরি বাজারের সাথে সম্পর্কিত নয় সেটাই নারী প্রধানত করে থাকে। তার কোনো স্বীকৃতি থাকে না।
পুনঃউৎপাদনমূলক/ গৃহস্থালি কাজ	যে কাজগুলো সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত নয়। পরিবারগুলো এই কাজ ও সেবার উপরেই টিকে থাকে এবং বাইরে উপার্জনমূলক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার শক্তি পায়। এই কাজগুলো আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়- জৈবিক ও সামাজিক। জৈবিক প্রজনন বা পুনরুৎপাদনমূলক কাজ হলো সন্তান ধারণ ও জন্মদান। সামাজিক পুনঃউৎপাদনমূলক কাজ হলো সন্তান লালন-পালনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সেবা প্রদান করা। যেমন- রান্না, ধোয়া, ও মোছা, ঘর পরিষ্কার, অসুস্থ হলে সেবাযত্ন ইত্যাদি। এই কাজগুলোর বেশিভাগই নারীরা করে থাকে এবং কোন পারিশ্রমিক পায় না।
সামাজিক কাজ	সমাজের কিছু কাজ নারী ও পুরুষকে করতে হয় যেটা জনকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কাজ যার বিনিময়ে সাধারণত কোন পারিশ্রমিক থাকে না। কখনোও কখনোও সামান্য কিছু আয় হয়ে থাকে তবে তা মূখ্য নয়। এই কাজকেও দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক ও সামজিক-রাজনৈতিক। আর এখানেও গৃহস্থালী সাজগোছ ও সেবা যত্নের সাথে সর্ম্পকিত কাজ নারী করেন। আর বর্হিমুখী ও নেতৃত্ব প্রদান, বিচার সালিশীর কাজটি পুরুষের ভাগে চলে যায়।

জেন্ডার চাহিদা/স্বার্থ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে যে সকল চাহিদা যা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাই হলো মৌলিক বা সাধারণ চাহিদা। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। পরিচিতির কারণে একটি সমাজের অবস্থা ও অবস্থানের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত যারা প্রান্তিক, জেন্ডার চাহিদা কেবলমাত্র তাদের। বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক অধস্তন অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও এর আওতাভুক্ত। নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার চাহিদা নির্ধারণ করা হয়। প্রধানত সমাজে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাজন এবং সুযোগ, অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পছন্দের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক বাস্তবতা থেকেই জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব।

জেন্ডার চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে

- ক. বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা
- খ. অবস্থানগত বা কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা ও অবস্থানগত জেন্ডার চাহিদা:

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা	নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজকর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। বাস্তবমুখী প্রয়োজনগুলো হচ্ছে বর্তমানে অনুভূত প্রয়োজন যেগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়, মিটানো সহজ, যেমন- টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুল্লি সরবরাহ, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা, স্বাক্ষরতা ও প্রশিক্ষণ আয় উপার্জন মূলক কর্মকান্ডে প্রদান, স্বাস্থ্য, চাকুরি, পানি, পুষ্টি ইত্যাদি। এই চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীদের পুরুষের পাশাপাশি জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন হয়, প্রতিদিনকার কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয় এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো তারা আরও দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা সমাজে নারীর অবস্থা পরিবর্তনে সহায়তা করে।

অবস্থানগত/কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা	ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ, সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হল কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- চাকরিতে সমান সুযোগ, শ্রমিক হিসেবে নারী-পুরুষের সমান পারিশ্রমিক, নারী-পুরুষের শিক্ষা, কর্ম, রাজনীতি ও সম্পত্তিতে সমান অধিকার ইত্যাদি। তাই এটা পূরণ অত্যন্ত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর সমতা অর্জন, বিরাজমান জেন্ডার ভূমিকায় পরিবর্তন আনা এবং এর ফলস্বরূপ নারীর অধস্তন অবস্থান চ্যালেঞ্জ করতে তৎপর হয়। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনে সহায়তা করে।

জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার ন্যায্যতা

জেন্ডার সমতা:

সমতা বলতে সাধারণত সম অবস্থাকে বুঝায়। জেন্ডার সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আদর্শ অবস্থা বা ভিশন যেখানে লিঙ্গ ভেদে কোন পার্থক্য থাকবে না এবং নারী-পুরুষ ভেদে কোন বৈষম্যও থাকবে না। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম সুযোগ, সম অংশগ্রহণ, সম ফলাফল এবং সম অধিকার থাকাই জেন্ডার সমতা। জেন্ডার সমতা ধারণাটি কেবল নারী বা কেবল পুরুষের অধিকারের বিষয় বুঝায় না বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৌলিক/সাংবিধানিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমান অবস্থানকে বুঝায়। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র তার সকল নাগরিককে যে সকল অধিকার ও সুযোগ প্রদান করেছে তা নারী-পুরুষ সমভাবে ভোগ করতে পারলে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জেন্ডার ন্যায্যতা:

জেন্ডার ন্যায্যতা হলো নারী ও পুরুষের উন্নয়নের জন্য তাদের প্রয়োজন, আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ন্যায্যভাবে সম্পদের বন্টন, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। নারী ও পুরুষের সমস্যা ও চাহিদা পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। সেই সাথে সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসমতা চিহ্নিত

করা এবং দূরীকরণে পদক্ষেপ নেওয়া। জেন্ডার ন্যায্যতা হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র-সমাজের সর্বত্র জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় বা হবে। সর্বোপরি, জেন্ডার সাম্য হলো জেন্ডার সমতা অর্জনের কার্যকরী উপায় তবে সকলের উন্নয়নের জন্য সর্বক্ষেত্রে সবার জন্য সমান পদক্ষেপ নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং বৈষম্যের শিকার নারী ও কিশোরীদের জন্য তাদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের জন্য বিশেষায়িত ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নারীর মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা, কর্মস্থলে ফিডকর্নার রাখা ইত্যাদি। একইভাবে বালক এবং পুরুষদের উন্নয়নের জন্যও পৃথক পদক্ষেপ যেমন, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্যাতনমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি বাস্তবায়ন। আবার এরকম পদক্ষেপ নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নয়নের জন্য যেমন, বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা। জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে জেন্ডার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, গণপরিবহণে নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ ইত্যাদি।

জেন্ডার সমতা বিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ:

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন গণপরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদগুলো মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় ভাগের শুরুতে অর্থাৎ ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন করা যাবে না। আর যদি করা হয় তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। এই সংবিধানের তৃতীয়ভাগে ২৬ থেকে ৪৪ পর্যন্ত মোট ১৯টি অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জেন্ডার সমতাবিধানের ধারাসমূহ নিম্নরূপ:

২৮(১)	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
২৮(২)	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী- পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন।
২৮(৩)	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা। বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

২৯(১)	প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ- লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।
২৯(২)	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ- লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

জেন্ডার মূলধারাকরণ:

নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর জন্য ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ও সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা জরুরী।

জেন্ডার মূলধারাকরণ বলতে বোঝায় সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোয় এবং সকল কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতার ধারণা প্রায়োগিকভাবে নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া এবং তার ফলাফল নিয়মিতভাবে যাচাই করা। মূলধারা প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানে (পরিবার, বিদ্যালয়, সংগঠন, সরকার ও রাষ্ট্র) জেন্ডার সমতার বিষয়ে মতাদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মনোভাবের প্রচারনা, সচেতনতা অত্যাবশ্যক।

এটিও সত্যি যে জেন্ডার মূলধারাকরণের ধারণাটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। তথাপি টেকসই মানবসম্পদ উন্নয়নে জেন্ডার মূলধারাকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেন্ডার সচেতনতা মূলধারার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে তা নিম্নরূপ:

ক) জেন্ডার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

খ) নারী ও পুরুষের জীবনধারায় উন্নয়নের প্রভাব বিশ্লেষন করা

গ) উন্নয়নের সুফল ভোগের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিকল্পনায় নারী ইস্যুকে সমন্বিত করা, সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রয়োজনে মূলধারাকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় আইন তৈরি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ-এ সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধারা তৈরী করা সম্ভব।

সিডও (CEDAW) কোড:

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত জাতিসংঘ সনদ বা চুক্তি হচ্ছে সিডও। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই সনদ প্রণয়ন ও গৃহীত হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) বাংলায় যাকে বলা হয়ঃ "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ"।

- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কতৃক ১৯৭৯ সালে ১৫ই ডিসেম্বর নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন গৃহীত হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাষ্ট্রপক্ষের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর কনভেনশনটি কার্যকারিতা লাভ করে। বর্তমানে এই কনভেনশন অনুমোদনকারী দেশের সংখ্যা ১৬১। বাংলাদেশ সরকার ধারা ২, ১৩(ক), ১৬(গ) এবং ১৬(চ) এর উপর সংরক্ষণ রেখে ১৯৮৪ সালে ৬ নভেম্বর এই কনভেনশনটি অনুমোদন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২০ জুলাই ১৩(ক) এবং ১৬(চ) এর উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেয়।

- নারীর আন্তর্জাতিক বিল অফ রাইটস হিসেবে অভিহিত সিডও কনভেনশন সকল বৈষম্যের অবসানে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি এজেন্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। কনভেনশন এর শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা: নারী পাচার এবং পতিতাবৃত্তিতে নারীর শোষণ রোধ নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক এবং জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান; জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা বহাল রাখার সমান অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যান্য ধারায় গ্রামীণ নারীর সমস্যা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত বিষয়গুলো রয়েছে। কনভেনশন এ নারীর নিজ নিজ দেশে রাজনৈতিকও জনজীবনে অংশগ্রহণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল কাজ করার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে (তথ্যসুত্র-জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা)।

সিডও সনদের মূলনীতি:

মানব সমাজ উন্নয়নে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী সমাজে যে ঐতিহাসিক, গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দান।

সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমস্ত বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করা।

মানুষ হিসেবে নারীর নিজের উন্নয়ন ও বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি।

এর জন্য আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার এবং আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি তথা প্রশাসনিক ভিত্তি তৈরি করা।

সিডও সনদের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধানের আবশ্যকতা তুলে ধরা এবং নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান।

সিডও নারীর মানবাধিকার অর্জনের ইতিহাসের একটি মাইলফলক। সিডও সনদ মূলত আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস। এই সনদের মূল কথা হলো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নারীকে তার সার্বিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সনদকে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানা।

সিডও সনদ অনুচ্ছেদ:

সিডও সনদ ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত- এগুলো ৩ ভাগে বিভক্তঃ

ক) ১ থেকে ১৬ ধারাঃ নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত

খ) ১৭ থেকে ২২ ধারাঃ কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত

গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারাঃ প্রশাসন সম্পর্কিত

অধ্যায়-২

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল:

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা একটি সামগ্রিক বিষয় যা কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত কোনও ক্ষতিকারক কাজকে বোঝায়।

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সামাজিকভাবে বর্ণিত পার্থক্যের (জেন্ডার) উপর ভিত্তি করে এটি সংঘটিত হয়। এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও জননিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা।

এই সহিংসতা সারা বিশ্বে, পুরুষ ও ছেলে শিশুর তুলনায়নারী ও মেয়ে শিশুর উপর তুলনামূলক বেশি প্রভাব ফেলে। এই ধরনের সহিংসতা ক্ষমতার মাত্রা ও প্রভাব তুলে ধরে; অন্য কথায়, সমাজে নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক এবং নারীর অধস্তন মর্যাদা নারীর প্রতি সহিংসতাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

নারীর প্রতি সহিংসতা:

- "জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা" শব্দটি প্রায়ই "নারীর প্রতি সহিংসতা" শব্দটির সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে উল্লেখ আছে, 'ব্যক্তিগত বা জনসমক্ষে/জনস্থানে/জনসমাবেশে সংঘটিত যেকোন ধরণের সহিংসতা যা নারীদের প্রতি শারীরিক, মানসিক অথবা জৈবিকভাবে আহত, ক্ষতিগ্রস্থ বা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, জোরপূর্বক বা অহেতুক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি।
- পারিবারিক সহিংসতা ।
- একই পরিবারে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো প্রকার শারীরিক, মানসিক, যৌন, অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক আচরণ করে তখন সেই নির্যাতনই পারিবারিক নির্যাতন বা পারিবারিক সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতা সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশি ঘটে থাকে।
  এছাড়া সম্পত্তি সংক্রান্তে মা, বাবা, ভাই, বোন জেন্ডার সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে।

যৌন হয়রানির ধরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার নারী ও কন্যা/ছেলে শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মহামান্য হাইকোর্ট ১৪ মে, ২০০৯ তারিখে একটি নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন। নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত - এ বিষয়ে উপযুক্ত আইনপ্রনয়ণ না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করা হবে। ৪ (১) ধারা যৌন হয়রানি বলতে বুঝায় -

ক. অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরণের প্রচেষ্টা;

খ. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

ঘ. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

ঙ. পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

চ. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী;

ছ. অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

জ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

ঝ. ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

ঞ. যৌন হয়রানির কারণে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া;

ট. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

ঠ. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা

পাঠ-২

যৌন হয়রানির ফলাফলঃ

যেকোন প্রকার যৌন হয়রানির গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, কেননা, যৌন হয়রানির শিকার যে হয় তার অনেক নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি হয়। এই ফলাফল গুলো শারীরিক, মানসিক অথবা উভয়ই হতে পারে-

শারীরিক সমস্যা সমূহঃ	মানসিক সমস্যা সমূহঃ	কর্মক্ষেত্রের জন্য সমস্যা সমূহঃ
• বিতৃষ্ণাবোধ • মাথাব্যাথা, পাকস্থলির অনিয়ম, হৃৎপিন্ডের সমস্যা ইত্যাদি • ওজন হারানো/বাড়া • স্থান ত্যাগ করা • জৈবিক চাহিদা কমে যাওয়া/ অতিরিক্ত খাদ্যাহার • মাদকের উপর নির্ভরশীলতা	• নিজের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাওয়া • অপরাধীর প্রতি তীব্র ঘৃণা • অন্যদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ • নিজেকে অপমানিত, অপরাধী মনে হওয়া • আক্রোশ বোধ করা • সর্বদা নিজেকে অনিরাপদ ভাবা	• ভূক্তভোগী কাজের প্রতি মনোসংযোগ করতে পারে না • যৌন হয়রানি অশ্রদ্ধা এবং অপমানজনক পরিবেশ তৈরী করে • ভূক্তভোগী প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করে • পুরুষ বা নারী ভূক্তভোগীকে আলাদা করে দেওয়া জরুরী হতে পারে

পাঠ-৩

লিঙ্গীয় সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে সেবা প্রদানঃ

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরণসমূহ

শারীরিক সহিংসতা

- নানা অযুহাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করা।
- মাথায় টোকা মারা।
- ঘাড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়া।
- চোখ মারা।
- গায়ে হাত তোলা (মারা)।
- শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া।
- শরীরের দিকে তাক করে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ।
- পিঠে হাত তোলা এবং অন্তর্বাস ধরে টান দেয়া।
- গালে-মুখে টিপ দেয়া।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরণসমূহ

মানসিক সহিংসতা

- কুৎসিত ভাষায় গালি দেয়া, বাবা-মা তুলে গালি দেয়া।
- নানা অপবাদ ছড়ানো।
- ছবি তোলা।
- অশ্লীল ছবি দেখানো।
- অশ্লীল/যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ প্রেমপত্র বা এসএমএস দেয়া।
- বাথরুমের দেয়ালে অশ্লীল কথা লেখা।
- চাকরি হারানোর হুমকি।
- দূর থেকে তাকিয়ে থেকে অস্বস্তি বোধ করানো।
- যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অতিরিক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়া।
- প্রয়োজনীয় ছুটি না দেয়া।
- গর্ভবতী নারীদের উপর কাজের চাপ।

যৌন সহিংসতা

- পুরুষ সহযোগী কর্তৃক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং উক্তি করা।
- নিজের জীবনের যৌনালাপ শোনানো।
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ গান করা।
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা।
- শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দেয়া।
- রাতে বাড়িতে যাওয়ার এবং রাত্রি যাপনের প্রস্তাব।
- 'সেক্সি মাল' বলা।

অর্থনৈতিক সহিংসতা

- যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জোরপূর্বক চাকুরী থেকে অব্যহতি নিতে বাধ্য করা।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ফলাফল

এই অবস্থা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ নারী/ নারী কর্মীটি তার আত্মবিশ্বাস হারাবে, বাড়ি-ঘর, সামাজিক পরিবেশ, কর্মস্থল আরও অসংবেদনশীল হয়ে উঠবে এবং সার্বিক ক্ষতির পরিমান বাড়বে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ম্যাপিং

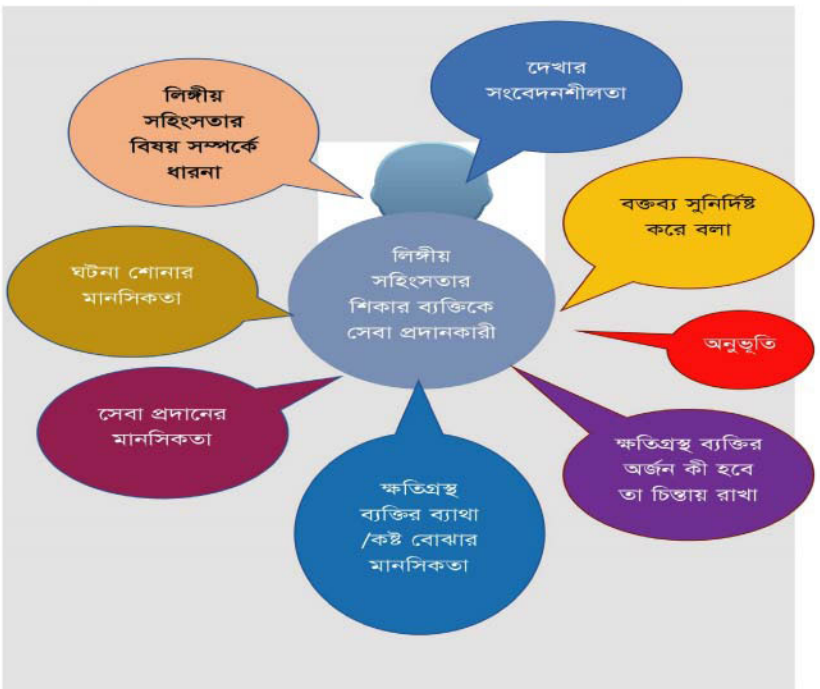

	মানসিক সহায়তা ও প্রাথমিক সহযোগিতার মূলনীতি সমূহ:
প্রস্তুত করা	• সেবাপ্রদানকারী অব্যশই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা দল ও সহিংসতার ধরন সম্পর্কে ধারণা রাখবেন। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পরিত্রানের/প্রতিকারের পথ এবং প্রাপ্য সেবা সম্পর্কিত তথ্য বা জ্ঞান রাখবেন। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়গুলো অনুধাবন করবেন।
লক্ষ্য করা	• সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। • জরুরী নিরাপত্তা বা চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অসহায়ত্ব ও সংকটকালীন পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখা।
শোনা	• যার বা যাদের সহায়তা বেশি প্রয়োজন তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে শোনা এবং তাকে আশ্বস্ত করা • সহিংসতা বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে বিশদাকারে জানতে না চাওয়া। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ও উদ্বেগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া।
যোগাযোগ করা	• ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে বিভিন্ন সেবা পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করা। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করা। • প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করা। • ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রিয়জন এবং সামাজিক সেবা ও ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা।

সহিংসতার শিকার সারভাইভারদের সেবা নিশ্চিতকরতে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণবিধি/করণীয়/ভূমিকা:

০১. সেবাপ্রদানকারীরা জড়তা মুক্ত হয়ে, খোলা মনে সকলকে সেবা প্রদান করবেন।

০২. জেন্ডার সংবেদনশীল, নিরপেক্ষ এবং বৈষম্যহীনভাবে সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান

০৩. সারভাইভারদের প্রয়োজন, জেন্ডার চাহিদা এবং ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিবেন/দেয়া।

০৪. সারভাইভারদের সংস্কৃতি ও রীতিকে সম্মান করা।

০৫. সেবাপ্রদানকারী হিসাবে পেশাদারী হওয়া ও কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করা।

০৬. নিজের মতামত ও ধারণা চাপিয়ে না দেয়া, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা।

০৭. সংস্থার নিয়ম ও নীতি এবং আইন বহির্ভূত কাজে জড়িত না হওয়া।

০৮. সহিংসতার শিকার ব্যক্তির গোপনীয়তা নিশ্চিত এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা ।

০৯. ভয় এবং চাপ মুক্ত থেকে সেবাপ্রদান এবং জটিল ঘটনা/বিষয় মোকবেলা করার সময় অন্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা চাইবেন।

১০. যেকোনো প্রকার পদক্ষেপ নেয়ার আগে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির কাছে থেকে অনুমতি নেয়া এবং ইতিবাচক/অভয় দিয়ে কথা বলা।

১১. সহিংসতার শিকার ব্যক্তি সেবা প্রদানকারীর উপর নির্ভর করতে পরেন এরুপ আত্ববিশ্বাস তৈরী।

অধ্যায়-৩

নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০ সালে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় চালু করা হয়েছে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক। পৃথক কক্ষে পরিচালিত সার্ভিস ডেস্কসমূহে উক্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যগণ সার্ভিস ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর তদারকি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিতকরণ এবং সার্ভিস ডেস্কসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এই এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক, বাংলাদেশ পুলিশ (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুসারে

সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম:

সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম:

- আইনগত সেবা নিশ্চিত করা
- সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
- যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা সমন্বয় করা
- দেওয়ানী প্রকৃতির সমস্যাযথাযথ দপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা
- সরকারি মোবাইল সিম দ্বারা ডেস্কের কার্যক্রম পরিচালনা করা
- মাননীয় হাইকোর্ট, নারী ও শিশু বিষয়ক আইন এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী ও শিশু সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম (যেমনঃ শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার কার্যক্রম, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, তথ্যাদি, প্রেরণ, ইত্যাদি) চলমান রয়েছে তা সমন্বয় করা

সার্ভিস ডেস্ক কর্মকর্তার করণীয়:

সার্ভিস ডেস্ক কর্মকর্তার করণীয় :

- সমস্যা/অভিযোগ মনযোগ সহকারে শোনা
- আইনগত পদক্ষেপ সংক্রান্তে ইন্সপেক্টর (অপারেশন্স) কে অবহিত করা
- সাধারণ ডায়েরি বা এজহার করতে সেবাপ্রার্থীকে সহায়তা করবেন
- পরবর্তীতে আইনী ব্যবস্থার জন্য উর্দ্ধতন অফিসারকে অবগত করা
- কাউন্সেলিং করা/এ বিষয়ে সেবাপ্রদানকারীরা ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কাজ করছেন তা বুঝিয়ে বলা
- তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য জাতীয় জরুরী সেবা সমূহে যোগাযোগ করা
- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হলে লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন
- অপরাধ আমলযোগ্য না হলে সেবা প্রার্থীর সম্মতিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন
- পুলিশ কর্মকর্তার সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন
- জেলার মাসিক অপরাধ সভায় এ সংক্রান্তে তথ্যাদি উপস্থাপন করবেন

নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীর ক্ষেত্রে করণীয়:

নারী সেবা প্রার্থীর ক্ষেত্রে করণীয়:

নারীর প্রতি ভাষাগত সংবেদনশীল, যত্নশীল ও মানবিক আচরণ করবেন। এ সংক্রান্তে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন তা বুঝিয়ে ও আশ্বস্ত করা।

প্রয়োজন হলে সেবা প্রার্থীকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার/সেফ হোম/শেল্টার হোম/ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ইত্যাদিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।

আগত সেবা প্রার্থী অনলাইনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন।

ধর্ষণ, যৌন হয়রানির শিকার নারীদের মামলা ও প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করবেন।

কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে ২০০৯ সালে মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত Complain Committee'র বিষয়ে অবহিত করবেন।

আগত সেবা প্রার্থী অনলাইনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়রানী/সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এলআইসি শাখা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা Police Cyber Support For women সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং হেল্পলাইন নাম্বার : ০১৩২০০০০৮৮, ফেসবুক লিংক m.facebook.com/PCSW/PHQ এবং Email:cybersupport.woman@police.gov.bd প্রদানপূর্বক অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।

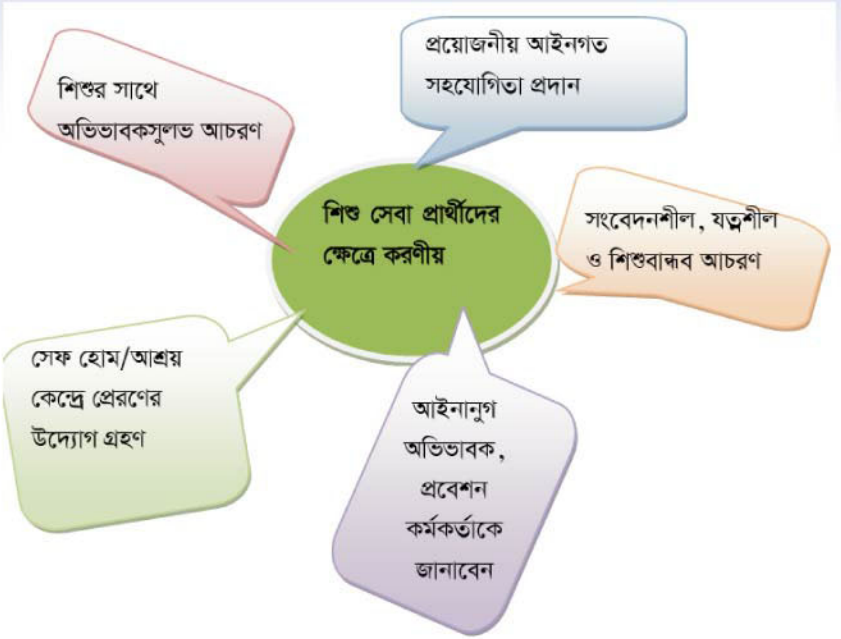

বয়স্ক সেবা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে করণীয়:

সংবেদনশীল ভাষায় কথা বলবেন এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মানবিক আচরণ করবেন। আইনগত সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত অন্যান্য পরিসেবা সম্পর্কে অবহিত করবেন

প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীর ক্ষেত্রে করনীয়:

- প্রয়োজনীয় আইনগত সহযোগিতা প্রদান
- সংবেদনশীল, ধৈর্য্যশীল ও মানবিক আচরন
- সমাজসেবা কর্মকর্তার সহযোগিতা গ্রহণ
- সমস্যা উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- সরকার প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবককে অবহিত করা

কার্যকর রেফারেন্স ব্যবস্থা (সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অন্যত্র প্রেরণ)

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়করণ:

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়করণ

- রুজুকৃত মামলা অথবা জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়করণ
- অনাকাঙ্খিত বিলম্ব পরিলক্ষিত হলে তা ইন্সপেক্টর (অপারেশন্স) ও অফিসার ইনচার্জকে অবহিত করবেন
- ভয়-ভীতি, মানসিক চাপ প্রয়োগ অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা তদন্ত কর্মকর্তাকে অবহিত

নারী ও শিশু সুরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থাপনা সমূহ:

- বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় স্থাপিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক
- জাতীয় জরুরী সেবা
- সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (**Facebook:** www.facebook.com/PCSW.P **E-mail:** cybersupport.women@police.gov.bd **Hotline:** 01320000888
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার
- বিডি পুলিশ হেল্প লাইন' অ্যাপ
- Hello CT mobile App
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ই-মেইল women.children.cell.phq@police.gov.bd
- জেন্ডার সংবেদনশীলতায় বাংলাদেশ পুলিশ জেন্ডার নির্দেশিকা-২০২২

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অবস্থান ও যোগাযোগ নম্বরসমূহ

ক্রঃ নং	ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অবস্থান	যোগাযোগ নম্বর
০১	তেজগাঁও থানা কম্পাউন্ড, ডিএমপি, ঢাকা	০১৭৪৫৭৭৪৪৮৭ www.dmpwsid.gov.bd
০২	কোতয়ালী থানা কম্পাউন্ড, রাঙ্গামাটি	০২ ৩৩৩৩৭১৮৮৫
০৩	ডবলমুরিং থানা কম্পাউন্ড, চট্টগ্রাম	০২ ৪১৩৭০৩৪৮
০৪	সোনাডাঙ্গা থানা কম্পাউন্ড, খুলনা	০১৭৬৯৬৯০৪১০
০৫	কোতয়ালী থানা কম্পাউন্ড, সিলেট	০১৩২০০৬৮১৩০
০৬	কোতয়ালী থানা কম্পাউন্ড, রংপুর	০১৩২০০৭৪৩৬৮
০৭	শাহ্ মখদুম থানা কম্পাউন্ড, রাজশাহী	০১৩২০০৬১৭৩৪
০৮	কোতয়ালী থানা কম্পাউন্ড, বরিশাল	০১৭১১৯৩৫২১

অধ্যায়-১

অনুশীলন:

১। জেন্ডার কি?

ক) জীববৃত্তীয় গঠনগতভাবে নির্ধারিত

খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত

গ) ক ও খ উভয়ই

২। কোনটি লিঙ্গ ও কোনটি জেন্ডারের ধারণা তার উপর টিক দিন।

- নারী সন্তানের জন্ম দেয়, পুরুষ নয় (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- নারী কোমল, পুরুষ কঠিন (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারী শ্রমিককে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয় (লিঙ্গ/ জেন্ডার)
- ভাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- নারী তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে, পুরুষ বোতলে দুধ খাওয়াতে পারে (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষনায় বারবার উঠে এসেছে যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি ঘরের কাজ ও রান্নাবান্না করে থাকে (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- বয়ঃসন্ধি বয়সে পুরুষের গলার স্বর পরিবর্তন হয়, নারীদের গলার স্বর পরিবর্তন হয় না (লিঙ্গ/জেন্ডার)
- নার্সের কাজে নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি (লিঙ্গ/জেন্ডার)

অনুশীলন:

নিচের ছবি দেখে চিহ্নিত করুন কোনটি জেন্ডার সাম্য এবং কোনটি জেন্ডার সমতা অবস্থাকে বুঝাচ্ছে?

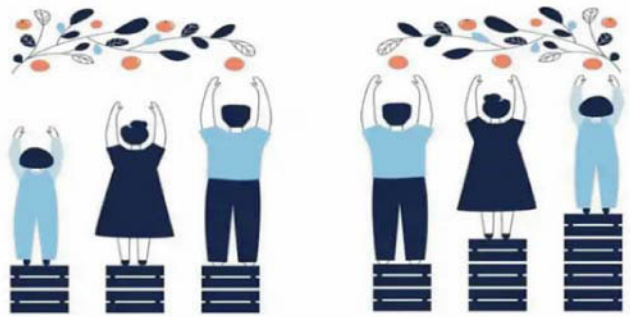

অনুশীলন:

১. সিডও সনদের মূলনীতিগুলো কি কি?

২. সিডও সনদের কয়টি ভাগ আছে এবং কি কি?

অধ্যায়-২

অনুশীলন:

১। যৌন হয়রানী কোনটি?

ক) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা।

খ) অসৎ অভিপ্রায়ে কোন নারীকে সুন্দরী বলে সম্বোধন করা।

গ) উভয়ই।

২। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে করণীয় কি?

ক) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে শোনা এবং তাকে আশ্বস্ত করা

খ) সহিংসতা বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে বিশদাকারে জানতে না চাওয়া।

গ) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ও উদ্বেগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া।

ঘ) উপরোক্ত তিনটিই।

৩) কোনটি মানসিক সহিংসতা?

ক) নানা অপবাদ ছড়ানো।

খ) যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কাজের অতিরিক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়া।

গ) উভয়ই।

৪) কোনটি শারীরিক সহিংসতা?

ক) প্রয়োজনীয় ছুটি না দেয়া।

খ) নানা অযুহাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করা।

গ) উভয়ই।

৫) কোনটি অর্থনৈতিক সহিংসতা?

ক) ব্লাকমেইল/হঠকারিতা অথবা চরিত্র হরণের উদ্দেশ্যে স্থির অথবা চলমান চিত্র ধারণ করা।

খ) ভয়/ভীতি প্রদান/মিথ্যা আশ্বাস/প্রলোভন অথবা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

গ) যৌন সুযোগ লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জোরপূর্বক চাকুরী থেকে অব্যহতি নিতে বাধ্য করা।

অধ্যায়-৩

অনুশীলন:

১। সার্ভিস ডেস্কের কর্মরত নারী পুলিশ সদস্য কোন মোবাইলে ডেস্কের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন?
ক) নিজস্ব সিম
খ) সরকারি সিম এই ডেস্কের জন্য প্রদত্ত
গ) কোনটিই নয়
ঘ) উভয়টি

২। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হলে কার কাছে প্রেরণ করবেন?
ক) অন্য থানায়
খ) লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট
গ) চেয়ারম্যান/মেম্বার নিকট
ঘ) বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিবেন

৩। অপরাধ আমলযোগ্য না হলে ডেস্ক কর্মকর্তা কি করবেন?
ক) সাধারণ ডায়েরী করা
খ) কাউন্সেলিং করা
গ) উভয়
ঘ) কোনটিই নয়

৪। জাতীয় জরুরী সেবা "৯৯৯' এ কল করতে কত অর্থ ব্যয় হয়?
ক) কোন অর্থ ব্যয় হয় না
খ) নিয়মিত চার্জ নেয়া হয়
গ) কোনটিই নয়

৫। আইনগত পদক্ষেপ সংক্রান্তে কাকে অবহিত করবেন?
ক) ইন্সপেক্টর তদন্ত
খ) ইন্সপেক্টর অপারেশন্স
গ) অফিসার ইনচার্জ
ঘ) কোনটিই নয়

পরিশিষ্ট:

যাচাই ফরম
ক. অংশগ্রহণকারীদের জন্য নোট: নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ ঐচ্ছিক নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে না চাইলে আপনার নাম এবং ইমেল না-ও লিখতে পারেন। ধন্যবাদ। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিস্তারিত লিখুন এবং টিক দিন)

অংশগ্রহণকারীর তথ্য
নাম
তারিখ
সংস্থা/সদস্য
পদবি
ইমেইল
লিঙ্গ
বয়স (টিক দিন) ১৮-২৪ বছর ২৫-৩০ বছর ৩১-৩৫ বছর ৩৫-৪৫ বছর ৪৫-৫৫ বছর ৫৫+ বছর
প্রশিক্ষণ- উত্তর শিখন যাচাই ফরম
ক. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর মূল্যায়ন যাচাই-

বিষয় প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন

	খুব সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক না
১. প্রশিক্ষণের কনটেন্ট বা বিষয় উপযোগী ও দরকারি	☐	☐	☐
২. প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত এনিমেশন, ইমেজ ও অনুশীলন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ও শিক্ষনীয় ছিল	☐	☐	☐
৩. বিষয় অনুযায়ী সময়সূচি নির্ধারণ যথার্থ হয়েছে	☐	☐	☐
৫. জেন্ডার বিষয়ে নতুন শিখন ও ধারণাগত স্বচ্ছতা তৈরি হয়েছে	☐	☐	☐
৬. জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ করার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে	☐	☐	☐
৭. কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখার জন্য উদ্যোগী হয়েছে	☐	☐	☐
৮. সারভাইভারস বা ভুক্তভোগীকে সেবা প্রদানের নীতি অনুসরণ করেছে	☐	☐	☐

খ. এখানে কিছু বিবৃতি/মন্তব্য রয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক 'একমত', 'একমত নই' বা 'ধারণা নেই'; যেকোনো একটিতে আপনার মতামত বক্সে টিক (√) চিহ্ন দিন)

১. পরিবারে যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বামী বা কর্তার কথাই চূড়ান্ত হওয়া উচিত।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

২. নিজের সঙ্গী পছন্দের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৩. গণপরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতীত অন্য আসনে নারীদের বসা উচিত নয়।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৪. একজন স্বামী, তার স্ত্রীর ভুলের জন্য তাকে মারধর করার অধিকার রাখে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৫. একজন নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গৃহস্থলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবারের জন্য রান্না করা।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৬. নারীরা ঘরোয়া কাজে পারদর্শী, আর পুরুষেরা অর্থ উপার্জনে পারদর্শী হয়ে থাকে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৭. নারীদের চাকরি করা শিশু লালন পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৮. উপযুক্ত পাত্র পাবার সাথে সাথে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

৯. ছেলেদের শারীরিক শক্তি মেয়েদের চেয়ে বেশি।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১০. পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব একজন নারীও ধারণ করে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১১. নারীর মেধা ও যোগ্যতা কম বলে তারা উচ্চপদে বা ব্যবস্থাপনা কাজে ভালো করতে পারে না।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১২. নারীর পোশাক শালীন হলেই নারী নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১৩. ছেলেদের উচিত নয় মেয়েদের মত কাঁদা।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১৪. প্রত্যেক্যেরই উচিত অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

১৫. একটি মেয়ের নির্যাতনের পেছনে কোন না কোনভাবে মেয়েটাই দায়ী।

☐ একমত ☐ একমত নই ☐ ধারণা নেই

গ. ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণ আরও কার্যকর করতে আপনার ফিডব্যাক/পরামর্শ কী?

১.

২.